মেহেরপুর গাংনীতে নদীতে নিখোঁজ তামিমের মরদেহ উদ্ধার

অবশেষে মেহেরপুরের গাংনীর পীরতলা মাথাভাঙ্গা নদীতে গোসল করতে গিয়ে নিখোঁজ তামিম হোসেনের (১০) মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরী দল।

সোমবার বিকাল ৪ টায় উপজেলার মাথাভাঙ্গা নদীর উপর নির্মানাধীন বেতবাড়িয়া-মধুখালি ব্রীজের কাছ থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।

বামুন্দী ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের ভারপ্রাপত কর্মকর্তা ইছাহাক আলী জানান,ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরী দল দীর্ঘ প্রায় ১০ ঘন্টার সন্ধান করার পর মাথাভাঙ্গা নদীর উপর নির্মানাধীন বেতবাড়িয়া-মধুখালি ব্রীজের কাছ থেকে তামিমের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

ডুবুরী দলের প্রধান ডিএডি মো: শরিফুল ইসলাম জানান, নদীতে পানি বেশি ও স্রোত থাকার কারনে তামিমের মরদেহ ঘটনাস্থল থেকে অন্তত ৫ কিলোমিটার দুরে ভেসে যায়।

তার মরদেহ নির্মানাধীন একটি ব্রীজের কাছে আটকিয়ে যাওয়ার কারনে লাশ বেশি দুরে যেতে পারেনি। তামিমের মরদেহ তার স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

উল্লেখ্য: রবিবার দুপুর ২ টায় উপজেলার কাজীপুর ইউনিয়নের পীরতলা গ্রামের মাথাভাঙ্গা নদীতে গোসল করতে গিয়ে পানিতে ডুবে নিখোঁজ হয় তামিম।

নিখোঁজ তামিম হোসেন কাজিপুর বুড়িপুতা এলাকার কাবের হোসেনের ছেলে।

আলমডাঙ্গায় করোনায় মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় করোনায় মারা গেলেন মুক্তিযোদ্ধা সার্জেন্ট (অবঃ) আহসান আলী মৃধা (ইন্নালিল্লাহি অইন্নাইলাইহি রাজিউন)। তিনি সোমবার সকালে যশোর সিএমএইচ‘এ চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরন করেন।

সোমবার দুপুরে নিহতের লাশ আলমডাঙ্গা দারুস সালাম ঈদগাহ ময়দানে আনা হয়। এখানে জেলা পুলিশের একটি চৌকশ দল তাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গার্ড অব অনার প্রদান করে। এরপর স্থানীয় প্রশাসন ও ইসলামী ফাউন্ডেশনের উদ্যেগে দারুস সালাম কবরস্থানে তামে সমাহিত করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন, পৌরসভার মেয়র হাসান কাদির গনু, সহকারী কমিশনার (ভুমি) হুমায়ুন কবীর, থানার ওসি (তদন্ত) মাসুদুর রহমান, মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল জব্বার ও ইসলামী ফাউন্ডেশনের মৌলানা ওমর ফারুক।

মৃত্যুকালে আহসান মৃধার বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করণে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সাড়াশি অভিযান

মেহেরপুরে করোনা প্রতিরোধে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিভিন্ন জায়গায় সাড়াশি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করণ এই অভিযানে মাস্ক না পরায় অনেককেই জরিমানাও করা হয়েছে। সেই সাথে পথচারি, বিভিন্ন দোকানগুলোতে এবং যানবাহন চলাচলের

ক্ষেত্রে জরিমানার পাশাপাশি সতর্ক করেও দেওয়া হয়েছে।

সোমবার সকাল থেকে প্রায় তিন দফা স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতে জেলা প্রশাসন থেকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কতৃক অভিযান পরিচালনা করা হয়। দুপুরের অভিযানে মাস্ক না পরার অপরাধে ৪ জনের কাছ থেকে ১ হাজার ৫শ ৫০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাহাদুদুল হাসান এর নেতৃত্বে শহরের বিভিন্ন জায়গায় স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করণের জন্য অভিযান পরিচালিত হয়। এসময় মেহেরপুর বড় বাজারের চাউল ব্যবসায়ী আমজাদ হোসেনের আটশত টাকা,আবুল গার্মেন্টসের চারশত টাকা, লিয়াকত সাইকেল স্টোর কে দেড়শত টাকা এবং সামীর স্টোর কে দুই শত টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। পাশাপাশি বেশ কিছু দোকানদার ও পথচারিকে তাদেরই টাকাই মাস্ক কিনে পরিয়ে দেওয়া হয়।

অভিযান পরিচালনাকালে নির্বাহী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাহাদুদুল হাসান বলেন, করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে হলে মাস্ক পরিধান করতে হবে। যারা মেহেরপুর শহরের ভিতরে মাস্ক ছাড়া চলাচল করছে তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে এবং কিছু কিছু মানুষের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসন থেকে সকালে দুপুরে বিকালে প্রয়োজন বোধে রাতেও ভ্রাম্যমান আদালত চালানো হবে। করোনা প্রতিরোধে জন সচেতনতা তৈরির লক্ষে আমাদের এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মেপ্র/এমএফআর

গাংনীর গাড়াবাড়ীয়াতে পরিবেশ দূষণ করে খামার স্থাপনের অভিযোগ

গাংনীর গাড়াবাড়ীয়াতে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ঈদগাহ ময়দান, কবরস্থান ও কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের সাথেই গরু ছাগলের খামার স্থাপন করছেন একই গ্রামের আব্দুল করিমের পুত্র ধনীউল্লাহ।

এ নিয়ে গত ১২/০৮/২০২০ তারিখে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর অভিযোগ দায়ের করেন তিন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি সেক্রেটারি প্রধান শিক্ষক সহ সাধারণ জনগণ।
সেই অভিযোগের ভিত্তি তে আজ সোমবার সরজমিনে তদন্ত করতে আসেন উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা মোঃ মস্তফা জামান।

তিনি বলেন, আমি চাই বাংলাদেশ তথা সকল স্থানে খামার স্থাপন হোক কিন্তু খামার স্থাপন করতে গিয়ে কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ দূষণ হোক সেটা আমি চাই না। তাছাড়াও আপনাদের এই জমিতে প্রবেশ করার মত কোন পথ নেই। আপনাদের আসতে হলে স্কুলের খেলার মাঠের উপর দিয়ে আসতে হবে। সেই ক্ষেত্রেও আপনার খামার পরিচালনা করতেও সমস্যা হবে। সাথে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান শিক্ষা প্রতিষ্টানের তো বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি হবেই।

এ বিষয়ে কবরস্থান কমিটির সভাপতি মোফাজ্জেল আলী জানান, বার বার নিষেধ করার পরেও তারা খমার স্থাপন করেই চলেছে। এবং এই খামার হলে আমাদের জানাযার নামাযের ব্যাঘাত ঘটবে।

এ বিষয়ে কুকুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হাফিজুল ইসলাম জানান, আমাদের স্কুল এন্ড কলেজের খেলার মাঠের সাথেই স্থাপন হচ্ছে এই গরু ছাগলের খামার যা ছেলে মেয়েদের খেলা ধুলা করতে সমস্যা হবে। সেই সাথে পাশেই ক্লাসরুম ছেলে মেয়েদের ক্লাস করাতে গিয়েও দুর্গন্ধ ছুটতে পারে। তাছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান ক্ষুন্ন হবে।

এ বিষয়ে গাড়াবাড়ীয়া জান্নাতুল মাওয়া ঈদগাহ ময়দানের সভাপতি রেজাউর রহমান জানান, আমাদের ঈদগাহ ময়দানের মিনারের সাথেই এই খামারটি স্থাপন করছেন যা আমাদের ঈদের নামাযের ব্যাঘাত ঘটাবে। এবং ঈদগাহ ময়দানের প্রাচীর সহ আশেপাশে গরু ছাগলের মলে দুর্গন্ধ সহ নোংরা সৃষ্টি হবে। তাই আমরা উপজেলা প্রসাশন বরাবর একটি অভিযোগ দায়ের করেছিলাম তার পরিপ্রেক্ষিতে আজ তদন্ত করে গেছেন।

এ বিষয়ে খামারের মালিক ধনী উল্লাহ বলেন, বেশি গরু পালনের সিদ্ধান্ত নেই। কোন রকম খামার টি কষ্ট করে দাঁড় করাচ্ছি। পরে আমার জমির এরিয়ায় উচা করে ঘিরে নিলে কোন রকমই দুর্গন্ধ ছড়াবে না।

তার জমির নিজস্ব কোন পথ আছে কি জিজ্ঞেস করলে বলেন নেই। তবে জানান খেলার মাঠের উপর দিয়েই আমরা বর্তমানে চলাচল করছি।

মেহেরপুরে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুরে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছে সোহেল রানা নামের একজন। সোমবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সোহেল রানা মেহেরপুর সদর উপজেলার টেংরামারী গ্রামের আব্দুর রশিদ মন্টুর ছেলে।

সংবাদ সম্মেলনে সোহেল রানা বলেন, গত ১৪ আগষ্ট মেহেরপুর নিউজ ও ১৫ আগষ্ট দৈনিক মাথাভাঙ্গা প্রত্রিকায়“ সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারম্যানের মোবাইল ফোনে চাঁদাবাজির অভিযোগ” শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশ হয়। যা সম্পুর্ন মিথ্যা ও বানোয়াট।

আমাকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য একটি মহল সাংবাদিকদের কাছে মিথ্যা তথ্য দিয়েছে। আমি এই সংবাদের তিব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

কুর্মিটোলায় ঢাবি ছাত্রী ধর্ষণ: চার্জ গঠন ২৬ আগস্ট

রাজধানীর কুর্মিটোলা হাসপাতাল এলাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ধর্ষণের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় গ্রেফতার মজনুর বিরুদ্ধে দেয়া অভিযোগপত্র আমলে নিয়েছেন আদালত। আগামী ২৬ আগস্ট অভিযোগ গঠনের শুনানির দিন ঠিক করা হয়েছে।

রোববার ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৭ এর বিচারক বেগম মোসাম্মৎ কামরুন্নাহার এই আদেশ দেন।

এর আগে ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ধর্ষণের ঘটনার

মামলায় মজনুর বিরুদ্ধে ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম (সিএমএম) আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয় ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। মামলার অভিযোগপত্রে ১৬ জনকে সাক্ষী করা হয়। ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর মোবাইল ফোনসহ মামলার আলামত হিসেবে ২০ ধরনের জিনিসপত্র জব্দ দেখানো হয়েছে।

পুলিশের পক্ষ থেকে আদালতকে প্রতিবেদন দিয়ে বলা হয়, গত ৫ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই ছাত্রী রাজধানীর কুর্মিটোলা বাসস্ট্যান্ড থেকে ফুটপাত দিয়ে হেঁটে গলফ ক্লাবসংলগ্ন স্থানে পৌঁছান। এ সময় আসামি মজনু তাকে তুলে নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেন।

এ ঘটনায় ওই শিক্ষার্থীর বাবা ক্যান্টনমেন্ট থানায় মামলা করেন। পরে র্যা ব-১ অভিযান চালিয়ে মজনুকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারের পর রিমান্ডে মজনু ওই শিক্ষার্থীকে ধর্ষণ করার কথা স্বীকার করে। পরে ১৬ জানুয়ারি আদালতে সে এ বিষয়ে জবানবন্দিও দেয়। পুলিশ আদালতকে প্রতিবেদন দিয়ে বলেছে, আসামি মজনু একজন অভ্যাসগত ধর্ষক (সিরিয়াল রেপিস্ট)। প্রতিবন্ধী ও ভ্রাম্যমাণ নারীদের ধর্ষণ করে আসছিল সে।

সূত্র- যুগান্তর

গভীর সমুদ্র থেকে টুনা সংগ্রহের পরিকল্পনা, নেয়া হচ্ছে “পাইলট প্রকল্প”

বর্তমানে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে। ভারত, ইন্দোনেশিয়া, চীন, ভিয়েতনামের পরেই বাংলাদেশের অবস্থান। দেশে বর্তমানে উৎপাদিত মাছের পরিমাণ ৪২.৭৭ লাখ মেট্রিক টন। এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ মাছ মোট ৩৬.২২ লাখ মেট্রিক টন ও উপকূলীয় সামুদ্রিক মাছ ৬.৫৫ লাখ মেট্রিক টন। তবে সমুদ্রে অপার সম্ভাবনা

থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাবে গভীর সমুদ্র থেকে টুনা মাছ সংগ্রহ করা হয় না। গভীর সমুদ্র থেকে টুনা মাছ আহরণ করলে বাংলাদেশের অবস্থান আরও উপরে উঠে যাবে।

মিয়ানমার ও ভারতের দখল থেকে মুক্ত হয়ে মোট এক লাখ ৩১ হাজার ৯৮ বর্গকিলোমিটার সমুদ্র এলাকা এখন বাংলাদেশের। নীল জলরাশির তেল, গ্যাস, মাছসহ প্রয়োজনীয় সম্পদ রক্ষা ও এর আহরণে দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করার লক্ষ্যে সৎ ও দক্ষ জনবল গড়তে চায় সরকার।

দেশে মাছ উৎপাদনের পরিমাণ আরও বাড়াতে কয়েকটি ভ্যাসেল কেনার পরিকল্পনা করছে মৎস্য অধিদপ্তর। এর মাধ্যমে গভীর সমুদ্র থেকে বেশি পরিমাণে টুনা মাছ আহরণ করা হবে। ‘গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প’ হাতে নেয়া হচ্ছে। প্রকল্পের প্রস্তাবিত ব্যয় ৬১ কোটি ৬ লাখ টাকা।

আগামীকাল মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রকল্পটি উপস্থাপন করা হবে। অনুমোদন পেলে চলতি মাস থেকে ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্পের আওতায় গভীর সমুদ্র ও আন্তর্জাতিক জলসীমায় টুনা ও সমজাতীয় মাছের প্রাপ্যতা যাচাই ও আহরণে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে। এছাড়া গভীর সমুদ্রে অনাহরিত টুনা ও সমজাতীয় মাছ আহরণের মাধ্যমে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করা এর লক্ষ্য। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা হবে।

গভীর সমুদ্রে টুনা ধরতে তিনটি লং লাইনার প্রকৃতির ফিশিং ভ্যাসেল কেনা হবে। এছাড়াও ভ্যাসেল পরিচালনা করতে দেশি-বিদেশি পরামর্শক নিয়োগ করা হবে। এছাড়া টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মৎস্য আহরণ, গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা তৈরি, ক্রুসহ টুনা আহরণে নিয়োজিত ১০০ জনকে প্রশিক্ষণ এবং ৩৭ জন দেশীয় ও সাতজন আন্তর্জাতিক পরামর্শক নিয়োগ করা হবে।

পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সদস্য (সচিব) মোহাম্মদ জাকির হোসেন আকন্দ জানান, আমরা বিশাল সমুদ্র জয় করেছি। এটাকে কাজে লাগাতে সরকার নানা ধরনের উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় গভীর সমুদ্রে টুনা মাছ ধরতে একটা প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। প্রকল্পটি আগামী একনেক সভায় উপস্থাপন করা হবে।

আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরের ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে মৎস্য আহরণের আইনগত ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার পেয়েছে বাংলাদেশ। এর মধ্য দিয়ে নতুন নতুন মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র চিহ্নিত করে তলদেশীয় ও ভাসমান মৎস্য আহরণের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। তবে বাংলাদেশের ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য সেক্টরের মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আহরণ প্রধানত সাগরের অগভীর অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। অনেক ক্ষেত্রেই মৎস্য সংরক্ষণ আইন সঠিকভাবে প্রতিপালন করা হয় না। এছাড়া আধুনিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রলারের মাধ্যমে মৎস্য আহরণ চারটি ফিশিং গ্রাউন্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে সরকারি উদ্যোগে নতুন ফিশিং গ্রাউন্ড চিহ্নিতকরণসহ আন্তর্জাতিক বাজারে অধিক চাহিদাসম্পন্ন এবং মূল্যবান প্রজাতির টুনা মাছ আহরণে দক্ষতা অর্জন করতে প্রকল্পটি হাতে নেয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে বেসরকারি খাতকে দ্রুত সম্পৃক্ত করা হবে। দেশে ও বিদেশে টুনা মাছের অনেক চাহিদা। দেশীয় চাহিদা মিটিয়ে বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক অর্থ আয় করা সম্ভব।

এ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) রমজান আলী জানান, সামনে দেশে মাছের উৎপাদন আরও বৃদ্ধি করা হবে। এ জন্য আমরা বেশকিছু প্রকল্প হাতে নিতে যাচ্ছি। বর্তমানে অভ্যন্তরীণ মাছ উৎপাদনের পরিমাণ বেশি। সামুদ্রিক মাছ বলতে উপকূলীয় এলাকা থেকে উৎপাদিত মাছ।

তিনি আরও বলেন, আমরা এখন গভীর সমুদ্রে থেকে সরকারিভাবে টুনা মাছ আহরণে ব্যাপারে ভাবছি। এতে করে দেশে মোট মাছ উৎপাদনের পরিমাণ আরও বাড়বে। এ জন্য ভ্যাসেলও কেনা হবে। ভ্যাসেল কেনার পরেই আমরা গভীর সমু্দ্র থেকে টুনা মাছ ধরবো। আহরণ না থাকায় টুনা মাছ অনেক দামি। সাধারণ মানুষ খেতে পারেন না। প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইলিশের মতো সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেবো সুস্বাদু টুনা মাছ।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

সুখবর! রাশিয়ার পর এবার ভ্যাকসিন অনুমোদন দিল চীন

রাশিয়ার পর এবার করোনা ভ্যাকসিনের অনুমোদিন দিল চীন। প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপের পরীক্ষায় দারুণভাবে সফল হওয়ার পর ভ্যাকসিনটির অনুমোদন দিয়েছে শি জিনপিং প্রশাসন।

দেশটির সেনাবাহিনীর সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ চেন ওয়ের দল এবং স্যানসিনো বায়োলজিকসের তৈরি করেছে এই ভ্যাকসিন। ‘এড৫-এনসিওভি’ নামের ভ্যাকসিনটি রবিবারই নিবন্ধন করেছে চীন।

চীনের গ্লোবাল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক (সিজিটিএন) টুইটারে এ তথ্য জানিয়েছে।

টুইট বার্তায় বলা হয়, চীন প্রথম করোনা ভ্যাকসিনের পেটেন্ট অনুমোদন দিয়েছে। পিএলএ (চীনা সেনাবাহিনী) সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ চেন ওয়ের দল তৈরি করেছে ভ্যাকসিনটি। এর আগে দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষায় দেখা গেছে, ভ্যাকসিনটি নিরাপদ এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম।

আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন জার্নালে প্রকাশিত ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের তথ্যের বরাত দিয়ে সিনহুয়া নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, করোনার এই ভ্যাকসিন নিরাপদ ও প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করেছে। প্রথম ধাপের ট্রায়ালে ১৮ থেকে ৫৯ বছর বয়সী ৩২০ জন স্বাস্থ্যবান স্বেচ্ছাসেবক অংশ নিয়েছিলেন। আর দ্বিতীয় ধাপে ২২৪ জন স্বেচ্ছাসেবক অংশ নেন।

সিনহুয়া জানিয়েছে, ট্রায়ালের ফলাফলগুলো ইঙ্গিত দেয় যে ভ্যাকসিন কার্যকরভাবে স্বেচ্ছাসেবীদের শরীরে নিরপেক্ষ অ্যান্টিবডি তৈরি করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্রিয়ায় ভালো সক্ষমতা প্রদর্শন করে।

এর আগে করোনার প্রথম ভ্যাকসিনের নিবন্ধন করে রাশিয়া। রবিবার দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায়, তারা এরই মধ্যে করোনার ভ্যাকসিন তৈরি শুরু করে দিয়েছে। তাদের ভ্যাকসিনটি প্রথম প্রয়োগ করা হবে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীর শরীরে। সূত্র: সিজিটিএন, এএ

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

হারদী ইউনিয়ন যুবলীগের জাতীয় শোক দিবস পালন

আলমডাঙ্গার হারদী ইউনিয়ন যুবলীগের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু’র ৪৫ তম মৃত্যু বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়েছে। গতকাল ১৬ আগস্ট বিকেলে হারদী মীর সামসুল আহম্মেদ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভায় ইউনিয়ন যুবলীগের নেতা শাহানুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা যুবলীগের যুগ্ম-আহ্বায়ক জিল্লুর রহমান জিল্লু। তিনি বলেন, ১৫ আগস্ট দেশের কিছু মীর জাফর বিশ্বাস ঘাতক বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে। এখনও সেই বিশ্বাস ঘাতকরা আমাদের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের সচেতন হতে হবে।

আওয়ামী লীগের সভনেত্রী প্রধান মন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করতে হবে। সেদিক মাথায় রেখে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের কান্ডারী নঈম হাসান জোয়ার্দ্দারের হাতকে শক্তিশালী করতে হবে।
আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সেলিম রেজা তপনের পরিচালনায় আরো বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় যুবলীগ সাবেক নেতা মাসুদ মোস্তাফিজ, জেলা যুবলীগের সদস্য হাফিজুর রহমান হাকু, আজাদ ও শুভ।

স্বাগত বক্তব্য রাখে উপজেলা ছাত্রলীগের নেতা ইসতিয়াজ মিজান নিপ্পন, হারদী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুল হামিদ, যুবলীগ নেতা শেখ শাহিনুর রহমান, হারুন- অর-রশিদ, হিরোক মেম্বার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যুবলীগ নেতা রুবেল, হাবিবুর রহমান প্রমুখ।

আওয়ামী লীগ নয়, উঠে এসেছেন বিএনপি পরিবার থেকে

নিজেকে আওয়ামী লীগ পরিবারের সদস্য পরিচয় দেওয়া এবং সরকারের ওপর মহলের নেতাদের সাথে গভীর সখ্য রয়েছে এমন প্রচারনা চালিয়ে স্থানীয় প্রশাসন ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের সবার কাছে চরম স্বেচ্ছাচারি হয়ে ওঠা আলমডাঙ্গা সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের পারিবারিক ইতিহাস জানা গেছে। তিনি আসলে আওয়ামী লীগ পরিবার থেকে নয়, বরং জন্মগতভাবে বিএনপি পরিবার থেকে উঠে এসেছেন বলে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, মামুন বাবরের পিতা বাবর আলী ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার একটি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছিলেন। মামুন বাবর মিরোজের বড় ভাই হুমায়ুন বাবর ফিরোজ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিএনপির তৎকালীন এমপি শৈলকূপার আব্দুল ওহাবের সাথে পারিবারিক গভীর সম্পর্ক ছিল মামুন বাবর মিরোজের পিতা বাবর আলীর। তাদের গ্রামের বাড়ি শৈলকূপা উপজেলার হাটফাজিলপুর বাজারের পাশের ক্রিপালপুর গ্রামে। এই গ্রামটি আবাইপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত। বিএনপির এমপি আব্দুল ওহাবের হাত ধরে মামুন বাবরের পিতা বাবর আলী আবাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

বিএনপির নেতা বাবর আলীর দুই ছেলে। বড় ছেলের নাম হুমায়ুন বাবর ফিরোজ আর ছোট ছেলে মামুন বাবর মিরোজ। বড় ছেলে হুমায়ুন বাবর ফিরোজ ৯৪ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। এর কিছুদিন আগে বাবর আলী ক্রিপালপুর গ্রাম ছেড়ে শৈলকূপা পৌর শহরের কবিরপুরে বাড়ি ভাড়া নেন। এই কবিরপুরেই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে রয়েছে ‘এমপি মার্কেট’ নামের একটি মার্কেট। মার্কেটটি বিএনপির এমপি আব্দুল ওহাবের মালিকানাধীন। এই মাকের্টের পাড়াতেই বাবর আলী বাড়ি ভাড়া করে বসবাস করতে থাকেন।

বাবর আলীর বড় ছেলে হুমায়ুন বাবর ফিরোজ এই বাড়ি থেকেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করতেন। এ সময় তিনি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের রাজনীতির সাথে ওতোপ্রতো সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। পারিবারিক রাজনৈতিক সাপোর্ট এবং শৈলকূপা উপজেলা বিএনপির দলীয়

সাপোর্ট পেয়ে ফিরোজ কিছুদিনের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের রাজনীতিতে নিজের অবস্থান শক্তপোক্ত করে তোলেন। এরপর ৯৬ সালে তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পান। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে শক্ত শিবিরের বিরুদ্ধে ছাত্রদলের অবস্থান পাকাপোক্ত করে তুলতে হুমায়ুন বাবর ফিরোজের অবদান স্বীকার করে অনেকে।

এরপর ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগের সরকার। বিএনপি পরিবার থেকে উঠে আসলেও ভোল পাল্টে ফেলেন মামুন বাবর মিরোজ। তিনি রীতিমত ভোল পাল্টে হয়ে যান বড় ছাত্রলীগার। পরে চাকুরীজীবনে হয়ে ওঠেন বড় আওয়াীলীগার। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে পড়াশোনা করা মামুন বাবর মিরোজ চাকুরী পেয়ে যোগ দেন কুষ্টিয়ার মিরপুর সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়ে। আলমডাঙ্গার মত চরম হুমকি-ধামকি দিয়ে মিরপুরের মানুষজনকেও প্রথমে বশে আনতে চেষ্টা করেন মামুন বাবর।

সকালের অফিস বিকেলে যাওয়া শুরু করেন। তার এই অন্যায় রেওয়াজে প্রথম বাঁধ সাধেন মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ নেতা কামারুল আরেফীন। তিনি সরকারি নিয়মে অফিসে আসার বিষয়ে সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরকে চরমপত্র দেন। কড়া হুশিয়ারিও দেন তিনি। এতেও কাজ না হলে তিনি সব সময়ের স্বেচ্ছাচারী মামুন বাবরকে জরুরী বদলী করার ব্যবস্থা করেন। মামুন বাবর এরপর যোগ দেন আলমডাঙ্গা সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়ে।

আলমডাঙ্গায় যোগ দিয়ে তার স্বেচ্ছাচার শতগুনে বাড়িয়ে দেন। প্রধমে বয়োজোষ্ঠ্য দলিল লেখকদের ওপর চালাতে থাকেন নিপীড়ন। অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকেন তাদেরকে। আলমডাঙ্গায় যোগ দিয়ে কয়েক মাসের মধ্যেই দলিল লেখকদের মাঝে তিনি হয়ে ওঠেন একজন হিংস্র অফিসার হিসেবে। এভাবে চলতে থাকায় দলিল লেখকরা সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। গড়ে তোলেন আন্দোলন। কিছুদিনের জন্য জমি কেনা-বেচা বন্ধ হয়ে যায়। মানুষ পড়ে বিপাকে। এরপর এক রাজনৈতিক মধ্যস্থতায় এর সমাধান হয়।

সূত্র জানায়, আবারও পার পেয়ে যান মামুন বাবর। তিনি এবার তার স্বেচ্ছাচারিতা আরও কয়েকগুন বাড়িয়ে দেন। সকালের অফিস বিকেলে আসতে শুরু করেন। গ্রাম থেকে আসা শত শত নারী-পুরুষ দিনভর খেয়ে না খেয়ে মামুন বাবরের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। এই ভয়াবহ অনিয়মের প্রতিবাদ করলে তিনি আওয়ামী লীগের বড় বড় নেতাদের সাথে তার সম্পর্ক রয়েছে প্রচার করতে থাকেন। তিনি জন্মগতভাবে আওয়ামী লীগ পরিবারের

সন্তান বলেও সবাইকে হুশিয়ারি করতে থাকেন। তিনি এমনও বলতে থাকেন,তাকে কোন ক্ষমতাই আলমডাঙ্গা থেকে বদলী করাতে পারবে না।

বছরের পর বছর এভাবে স্বেচ্ছাচারিতার মোড়কে নিজেকে ঢেকে চলতে থাকলে নজর পড়ে উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব আলীর। তিনি উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলীকে সাথে নিয়ে সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের স্বেচ্ছাচারিতাকে রুখে দিতে সচেষ্ট হন। সরকারি নিয়মে অফিসে আসতে তাকে তাগিদ দেওয়া হয়। দেওয়া হয় আল্টিমেটাম। কিন্ত উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের আল্টিমেটাম কোন কাজে আসেনি। বরং উপজেলার সর্বোচ্চ এই দুই কর্মকর্তার বিরুদ্ধেও বিশোদগার করতে থাকেন।

এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী জানান, সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের অনিয়মিত অফিস করা ও তার সরকারি চাকুরী বিধি লংঘন করার বিষয়ে বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহন করতে উপর মহলে জানানো হবে।